সূচিপত্র

নবিজির দৈহিক গঠন	১৫
মোহরে নবুয়ত	৩৩
নবিজির চুল	৪৮
নবিজির কেশবিন্যাস	৫৩
নবিজির পাকা চুল	৫৬
নবিজির খিযাব	৬২
নবিজির সুরমা ব্যবহার	৬৪
নবিজির পোশাক-পরিচ্ছদ	৬৮
নবিজির দৈনন্দিন জীবন	৭৮
নবিজির মোজা ব্যবহার	৮১
নবিজির জুতা	৮৩
নবিজির আংটি	৯০
নবিজির আংটি ব্যবহার	৯৭
নবিজির তরবারি	১০৩
নবিজির বর্ম	১০৫
নবিজির শিরস্ত্রাণ	১০৮

নবিজির পাগড়ি ১১৩
নবিজির লুঙ্গি ১১৮
নবিজির হাঁটাচলা ১২৩
নবিজির বসার ধরন ১২৫
নবিজি যাতে হেলান দিতেন ১২৯
নবিজির পানাহার ১৩৪
নবিজির রুটি ১৩৮
নবিজি যে তরকারি খেতেন ১৪৪
খাওয়ার আগে নবিজির ওজু ১৬৯
খাওয়ার আগে নবিজি কী বলতেন? ১৭২
নবিজির পানপাত্র ১৮০
নবিজির ফলমূল গ্রহণ ১৮২
নবিজির পানীয় ১৮৮
নবিজির পান করার পদ্ধতি ১৯৫
নবিজির সুগন্ধি ব্যবহার ২০৩
নবিজির বাচনভঙ্গি ২০৮
নবিজির হাসি ২১১
নবিজির রসবোধ ২২১
নবিজির কথায় কবিতা প্রসঙ্গ ২৩০
নবিজির নৈশ আলাপ ২৩৯
নবিজির ঘুম ২৪৬
নবিজির নফল ইবাদত ২৫৪
নবিজির সালাতুদ দুহা ২৮৫
ঘরে নফল সালাত পড়ার ফজিলত ২৯২
নবিজির নফল সিয়াম ২৯৪
নবিজির কুরআন তিলাওয়াত ৩০৫

নবিজির কান্না ৩১৩
নবিজির বিছানা ৩২২
নবিজির বিনয় ৩২৩
নবিজির চারিত্রিক গুণাবলি ৩৩৭
নবিজির লজ্জাশীলতা ৩৫২
নবিজির হিজামা ৩৫৪
নবিজির বরকতময় নাম ৩৫৯
নবিজির জীবিকা ৩৬৫
নবিজির বয়স ৩৭৭
নবিজির ইন্তেকাল ৩৮০
নবিজির মিরাস ৪০২
নবিজিকে স্বপ্নে দেখার বিবরণ ৪০৯



নবিজির দৈহিক গঠন

১.

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ ، وَلَا بِالْقَصِيرِ ، وَلَا بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ ، وَلَا بِالآدَمِ ، وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبْطِ ، بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ

[অনুবাদ] রবিআ ইবনু আব্দির রহমান বর্ণনা করেন, তিনি আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অস্বাভাবিক লম্বা বা বেঁটে ছিলেন না। তার গায়ের রং ধবধবে সাদা কিংবা গাঢ় বাদামি ছিল না। মাথার চুলগুলো খুব বেশি কোঁকড়া ছিল না; আবার একেবারে সোজাও ছিল না। ৪০ বছর বয়সে আল্লাহ তাকে নবুয়ত দান করেন। এরপর তিনি ১০ বছর মক্কায় অবস্থান করেন। তারপর ১০ বছর অবস্থান করেন মদিনায়। ৬০ বছর বয়সে আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেন। এসময় তার মাথায় ও দাড়িতে ২০টি পাকা চুলও ছিল না।[১]

[রাবি-পরিচয়] রবিআ ইবনু আব্দির রহমান : বিখ্যাত তাবেয়িদের একজন। হাদিস ও ফিকহশাস্ত্রে তার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। মদিনার ফকিহ ও মুফতি হিসেবে বিশেষ

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৪৮; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৪৭

খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিলেন। নানা বিষয়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ মতামত প্রদানের কারণে তৎকালীন সমাজে তার নাম পড়ে গিয়েছিল রবিআতুর রাই বা সূক্ষ্মদর্শী রবিআ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাই লোকজন ছুটে আসত তার কাছে ইলম আহরণ করতে। ১৩৬ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১]

[ব্যাখ্যা] 'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অস্বাভাবিক লম্বা বা বেঁটে ছিলেন না'—বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, আল্লাহর রাসুল লম্বা ছিলেন ঠিক, তবে সেটা অস্বাভাবিক বা বেমানান ছিল না। আর বেঁটে তো ছিলেনই না।

'তার গায়ের রং ধবধবে সাদা কিংবা গাঢ় বাদামি ছিল না'—আমাদের দেশে সাদা-ফর্সা বলে একটা কথা আছে। লোকে এটাকে সুন্দর হিসেবে জানলেও এটা কিন্তু সুন্দরের আদর্শ গঠন হিসেবে গণ্য নয়।[২] বাদামি রংটাও ঠিক তা-ই। তবে এ দুয়ের মিশেলে যে রং তৈরি হয়, যেটাকে আমরা হলুদ ফর্সা বা দুধে আলতা বরণ বলে জানি, সেটাই সর্বত্র আদর্শ সুন্দর বলে স্বীকৃত।[৩] আমাদের প্রিয়নবি ঠিক তেমনটাই ছিলেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

'মাথার চুলগুলো খুব বেশি কোঁকড়া ছিল না; আবার একেবারে সোজাও ছিল না'—চুল খুব বেশি কোঁকড়া হলে, উশকোখুশকো দেখা যায়। চিরুনি করলেও বাগে আসতে চায় না। আবার একেবারে সোজা হলে, উন্নত পৌরুষের প্রতিনিধিত্ব করে না। আমাদের প্রিয়নবির চুল ছিল এর মাঝামাঝি। মানে হালকা ঢেউখেলানো, যাতে সৌন্দর্যের পাশাপাশি ব্যক্তিত্বের প্রকাশও ছিল পূর্ণ মাত্রায়। হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হয়তো এই প্রকারের চুলই বোঝাতে চেয়েছেন।[৪]

'৪০ বছর বয়সে আল্লাহ তাকে নবুয়ত দান করেন'—এর দুটো অর্থ হতে পারে। এক. ঠিক ৪০ বছরের মাথায়। দুই. ৪০ বছর পূর্ণ হওয়ার পরে কোনো একদিন। ইবনু হাজার বলেন, প্রথম ব্যাখ্যাটি তখন শুদ্ধ হবে, যখন এটা প্রমাণ করা যাবে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে মাসেই নবুয়ত লাভ করেছেন। কিন্তু এটা প্রমাণ করা দুষ্কর। কারণ বেশিরভাগ আলিম ও সিরাত গবেষক মনে করেন, তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন রবিউল আউয়াল মাসে

---

[১] *তাহযিবুত তাহযিব*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৫৮

[২] *আল-মিনহাজ শারহু সহিহি মুসলিম*, নববি, খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ১০০

[৩] *ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫৬৯

[৪] *ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫৭০

আর নবুয়ত লাভ করেছিলেন রামাদানে। সে হিসেবে নবুয়তের সময় তার বয়স হয়েছিল ৪০ বছর ৬ মাস। অবশ্য মাসউদি ও ইবনু আব্দিল বার রাহিমাহুমাল্লার মতে, তার জন্ম ও নবুয়ত লাভ—দুটোই ঘটেছিল রবিউল আউয়াল মাসে। সে হিসেবে তিনি নুবয়তপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ঠিক ৪০ বছরের মাথায়; আগে-পরে নয়।[১]

'এরপর তিনি ১০ বছর মক্কায় অবস্থান করেন।'—অন্যান্য বর্ণনায় আছে, নবুয়তপ্রাপ্তির পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোট ১৩ বছর মক্কায় অবস্থান করেন। তারপর হিজরত করে মদিনায় যান। একই ঘটনার দুই রকম বর্ণনার কারণ হচ্ছে, নবিজি মক্কায় গোপনে ইসলামের দাওয়াত দেন ৩ বছর আর প্রকাশ্যে দেন ১০ বছর। এই হাদিসে কেবল প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার সময়কালটুকু উল্লেখ করা হয়েছে; আর অন্যান্য হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে পূর্ণ সময়কাল।

'তারপর ১০ বছর অবস্থান করেন মদিনায়।'—এই সময়কালেই মূলত ইসলাম প্রাতিষ্ঠানিকতা ও সর্বজনীনতা লাভ করতে শুরু করে।

'৬০ বছর বয়সে আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেন।'—নবিজি ঠিক কত বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছিলেন, তা নিয়ে দুই রকমের বর্ণনা পাওয়া যায়। এক. ৬০ বছর, যেমনটি এই হাদিসে বলা হয়েছে। দুই. ৬৩ বছর, যেমনটা আমরা সবাই জানি। গবেষক আলিমগণ এমনটাই মনে করেন। তাদের দলিল হচ্ছে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিস, যেখানে তিনি বলেছেন, নবিজি ৬৩ বছর বেঁচে ছিলেন।[২]

এখন কথা হচ্ছে একই বিষয়ে দুই রকমের বর্ণনা কেন? এর উত্তর হলো, আরবের লোকদের মধ্যে সপ্তাহ, মাস ও বছরের অতিরিক্ত দিন এবং দশকের অতিরিক্ত সংখ্যা বাদ দেওয়ার একটা প্রবণতা আছে। এখানেও তা-ই হয়েছে। দশকের অতিরিক্ত তিন বছর বাদ দিয়ে সোজা ৬০ বছর বলে দেওয়া হয়েছে। আরবদের এই রীতিটা জানা থাকলে, খুবই সহজেই অনেক জটিলতা দূর হয়ে যাবে।

'এসময় তার মাথায় ও দাড়িতে ২০টি পাকা চুলও ছিল না।'—হাতেগোনা কয়েকটি চুল পেকেছিল মাত্র। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি গুনে দেখেছি, আল্লাহর রাসুলের মাথা ও দাড়িতে সাকুল্যে ১৪টি পাকা চুল ছিল। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু

---

[১] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫৭০

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২৩৪৮

বলেন, আল্লাহর রাসুলের মাথা ও দাড়িতে ২০টির মতো পাকা চুল ছিল।[১]

২.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَبْعَةً ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيْرِ ، حَسَنَ الْجِسْمِ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ ، وَلَا سَبْطٍ ، أَسْمَرَ اللَّوْنِ ، إِذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ

[অনুবাদ] আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মাঝারি গড়নের। খুব লম্বা কিংবা বেঁটে ছিলেন না। তিনি ছিলেন সুঠাম দেহের অধিকারী। চুলগুলো খুব বেশি কোঁকড়াও ছিল না; আবার একেবারে সোজাও ছিল না। গায়ের রং ছিল হালকা বাদামি। হাঁটার সময় সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে হাঁটতেন।[২]

[ব্যাখ্যা] 'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মাঝারি গড়নের।'—মাঝারি গড়ন মানে অতিকায় লম্বা ও খাটোর ঠিক মাঝামাঝি অবস্থান।

'খুব লম্বা কিংবা বেঁটে ছিলেন না।'—তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের।

'তিনি ছিলেন সুঠাম দেহের অধিকারী।'—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল সুগঠিত। পেশিগুলো ছিল সুঠাম। বাড়তি মেদ ছিল না তার দেহের কোথাও।

'গায়ের রং ছিল হালকা বাদামি।'—যেসকল পাঠক আরবি জানেন, তাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আগের হাদিসে বলা হয়েছে, আল্লাহর রাসুল 'আদাম' ছিলেন না। 'আদাম' শব্দের অর্থ বাদামি। কিন্তু বাংলায় শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে 'গাঢ় বাদামি।' আবার এই হাদিসে বলা হয়েছে, আল্লাহর রাসুল 'আসমার' ছিলেন। 'আসমার' অর্থ বাদামি। কিন্তু বাংলায় শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে 'হালকা বাদামি।' এর কারণ কী? কারণ হচ্ছে, অনুবাদে যদি গাঢ় আর হালকা শব্দ যুক্ত না করা হয়, তাহলে প্রথম হাদিসের অর্থ দাঁড়ায়—আল্লাহর রাসুলের গায়ের রং বাদামি ছিল না; আর দ্বিতীয় হাদিসের অর্থ দাঁড়ায়—তার গায়ের রং বাদামি ছিল। এভাবে দুই হাদিসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দেয়। সেটা থেকে বাঁচতেই অনুবাদে শব্দদুটি বিশেষভাবে যুক্ত করা হয়েছে। আর এটা মনগড়াভাবে করা হয়নি। আব্দুর রহমান মুবারকপুরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রথম হাদিসে বাদামি রঙের তীব্রতাকে নাকচ করা হয়েছে; আর

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ৫৬৩৩; হাদিসটি হাসান লি-গাইরিহি।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৪৭; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৪৭; *সুনানুত তিরমিযি* : ১৭৫৪

দ্বিতীয়টিতে সেটাই সাব্যস্ত করা হয়েছে সুষম মাত্রায়। কাজেই কোনো রকমের বিরোধ নেই বর্ণনা দুটির মধ্যে।[১]

হাফিজ ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর রাসুলের গায়ের রং সম্পর্কে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়—এক. আসমার। অর্থ, গাঢ় বাদামি। দুই. আবইয়ায। অর্থ, ধবধবে ফর্সা। মনে রাখতে হবে, এই দুটি শব্দের কোনোটিই তার পরিপূর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই যেসকল বর্ণনায় বলা হয়েছে, আল্লাহর রাসুলের গায়ের রং বাদামি ছিল, সেখানে গাঢ় বাদামি উদ্দেশ্য নয়; বরং বাদামের সাথে দুধের শুভ্রতা মেশানো হলে, যে রং তৈরি হয়, সেটা উদ্দেশ্য। আবার যেখানে বলা হয়েছে, তার গায়ের রং ছিল সাদা, সেখানে ধবধবে সাদা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন রং, যা তৈরি হয় দুধ-আলতার মিশেলে।

এই ব্যাখ্যার আলোকে আমরা বলতে পারি, যেসব জায়গায় বলা হয়েছে আল্লাহর রাসুলের গায়ের রং বাদামি বা ফর্সা ছিল না, সেখানে ওই রঙের সর্বোচ্চটা উদ্দেশ্য, আতিশয্যের কারণে যেটাকে মানুষ অপছন্দ করে। আর যেখানে বলা হয়েছে তিনি ফর্সা বা বাদামি ছিলেন, সেখানে উদ্দেশ্য ওই রঙের সুষম ও পরিমিত মাত্রা, যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় সবার।[২]

'হাঁটার সময় সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে হাঁটতেন।'—এটা ছিল তার বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ। 'নবিজির চলাফেরা' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এ ব্যাপারে, ইনশাআল্লাহ।

৩.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَرْبُوعًا ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ

[অনুবাদ] বারা ইবনু আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মধ্যম আকৃতির। তার দুই কাঁধের মাঝের অংশ ছিল বেশ প্রশস্ত। মাথার ঘন কালো চুলগুলো ছিল কানের লতি পর্যন্ত দীর্ঘ। গায়ে শোভা

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৪৭; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৩০

[২] *ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৬৯

পাচ্ছিল লাল ডোরাকাটা চাদর ও লুঙ্গি, আমি তার মতো সুন্দর কিছু কখনো দেখিনি।[১]

[ব্যাখ্যা] 'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মধ্যম আকৃতির।'—অতিকায় লম্বা বা খাটো ছিলেন না।

'তার দুই কাঁধের মাঝের অংশ ছিল বেশ প্রশস্ত।'—এখানে পিঠের উপরিভাগের কথা বলা হচ্ছে। বক্ষ প্রশস্ত হলে সাধারণত এমন হয়ে থাকে। এটা ব্যক্তির সাহসিকতা ও শক্তিমত্তা প্রমাণ করে।

'মাথার ঘন কালো চুলগুলো ছিল কানের লতি পর্যন্ত দীর্ঘ।'—নবিজির চুলের বর্ণনায় তিন রকমের শব্দ পাওয়া যায়। এক. জুম্মাহ। দুই. ওয়াফরাহ। তিন. লিম্মাহ। জুম্মাহ বলা হয় কাঁধ-বাবরিকে। ওয়াফরাহ বলা হয় কান-বাবরিকে। আর লিম্মাহ বলা হয় কাঁধ ও কান-বাবরির মাঝামাঝি অবস্থাকে। চুল যেহেতু সবসময় এক সমান থাকে না, তাই তার অবস্থা বোঝাতে একেক সময় একেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

এখানে নবিজির চুলের অবস্থা বোঝাতে 'জুম্মাহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সে হিসেবে অর্থ হওয়ার কথা কাঁধ-বাবরি। কিন্তু পরে 'কানের লতি' কথাটি যুক্ত করে জুম্মাহর চিরাচরিত অর্থটাকে কান-বাবরিতে আটকে ফেলা হয়েছে। 'আল্লাহর রাসুলের চুল' অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

'গায়ে শোভা পাচ্ছিল লাল ডোরাকাটা চাদর ও লুঙ্গি।'—সচেতন পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন, এখানে নবিজির পোশাকের রং বর্ণনা করতে গিয়ে আরবিতে 'হামরা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ লাল। কিন্তু অনুবাদে সেই লালটাকে ডোরাকাটা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর কারণ কী? এই অনুবাদটা আসলে করতে হয়েছে অন্যান্য হাদিসের সাথে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনে। কারণ বেশ কিছু বর্ণনায় এসেছে, প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে লাল জামা পরতে নিষেধ করেছেন। বারা ইবনু আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর রাসুল আমাদেরকে লাল জামা পরতে বারণ করেছেন।'[২]

এই দ্বিমুখী বর্ণনার কারণে অনুবাদে 'ডোরাকাটা' শব্দটি যোগ করা হয়েছে এবং এর দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, পুরুষের জন্য কড়া লাল জামা পরা নিষেধ, তবে সেটা হালকা লাল বা ডোরাকাটা হলে পরতে সমস্যা নেই।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৫১; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৩৭

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৫৮৩৮; *সহিহ মুসলিম* : ২০৬৬

'আমি তার মতো সুন্দর কিছু কখনো দেখিনি।'—কথাটা হওয়ার কথা ছিল, আমি তার মতো সুন্দর 'কাউকে' কখনো দেখিনি। কিন্তু এখানে 'কাউকে' না বলে 'কিছু' বলার তাৎপর্য হচ্ছে, প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতটাই সুন্দর ছিলেন যে, মনুষ্য সমাজে তার মতো সুন্দর কেউ তো ছিলই না, এমনকি প্রকৃতির যা কিছু মানুষের দৃষ্টি কাড়ে, সেগুলোও ছিল তার সৌন্দর্যের কাছে একেবারে নস্যি।

৪.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ

[অনুবাদ] বারা ইবনু আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মাথায় বাবরি চুল, গায়ে লাল জামা আবার আল্লাহর রাসুলের চেয়ে বেশি সুন্দর, এমন কাউকে আমি কখনো দেখিনি। তার চুলগুলো কাঁধ স্পর্শ করত। দুই কাঁধের মাঝের অংশ ছিল খানিকটা চওড়া। তিনি মোটেও খাটো ছিলেন না; আবার ছিলেন না অতিকায় লম্বাও।[১]

[ব্যাখ্যা] 'মাথায় বাবরি চুল, গায়ে লাল জামা আবার আল্লাহর রাসুলের চেয়ে বেশি সুন্দর, এমন কাউকে আমি কখনো দেখিনি।'—নবিজির চুল সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়া হয়েছে আগের হাদিসে। বিস্তারিত জানানো হবে 'আল্লাহর রাসুলের চুল' অধ্যায়ে। আর লাল জামা মানে লাল ডোরাকাটা চাদর। এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, হাদিসের যত জায়গায় চুলের বিশেষ কোনো অবস্থা বা নির্দিষ্ট কোনো পোশাক জড়িয়ে নবিজির অনিন্দ্য সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে এটা উদ্দেশ্য নয়, তিনি কেবল ওই অবস্থায় বা ওই পোশাকেই বেশি সুন্দর; বরং যে তাকে যখন যে পোশাকে দেখেছেন, সে পোশাকেই তাকে মনে হয়েছে সবার চেয়ে বেশি সুন্দর।

৫.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالطَّوِيلِ ، وَلا بِالْقَصِيرِ ، شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، ضَخْمُ الرَّأْسِ ، ضَخْمُ الْكَرَادِيسِ ، طَوِيلُ الْمَسْرُبَةِ ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّؤًا ، كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ ، وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، صلى الله عليه وسلم

[অনুবাদ] আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৩৩৭

হাতের হাড়। আর যেখানে বলা হয়েছে, তার হাত মখমলের মতো নরম ছিল, সেখানে উদ্দেশ্য হাতের চামড়া। এই সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আল্লাহর রাসুলের ত্বকের কোমলতা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনই প্রকাশ পায় দেহের শক্তিমত্তাও।

অবশ্য এর আরও একটি ব্যাখ্যা হতে পারে। নবিজি যখন পরিবারের জন্য ভারী কাজ করতেন অথবা যুদ্ধে তরবারি চালনা করতেন, তখন তার ত্বক শক্ত ও রুক্ষ হয়ে যেত। আর যখন তিনি শক্ত কাজ কম করতেন, তখন তার হাত থাকত মখমল-কোমল। এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য হচ্ছে, দুই হাদিসে নবিজির হাতের দুই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করা। কাজেই এখানে কোনো রকমের দ্বৈধতা নেই।[১]

'মাথা ছিল খানিকটা বড়।'—ঠিক যতটা বড় হলে একজন মানুষকে সুদর্শন আর জ্ঞানী মনে হয়। বাজুরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মাথা বড় হওয়া অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ধীশক্তির অধিকারী হওয়ার প্রমাণ বহন করে। তাছাড়া এটা মানুষের নেতৃত্বগুণকেও প্রভাবিত করে থাকে।[২]

'গ্রন্থিগুলো ছিল মোটা।'—জোড়ার হাড়গুলো ছিল যথেষ্ট মোটা ও মজবুত। শক্ত-সমর্থ ও সুদর্শন পুরুষদের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে।[৩]

'বুক থেকে নাভি পর্যন্ত বয়ে গিয়েছিল পশমের সরু একটি রেখা।'—যা পুরুষের সৌন্দর্য ও সাহসিকতার প্রতীক।

৬.

جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ضَليعَ الفمِ أشْكَلَ العينينِ منْهوسَ العقِبِ

[অনুবাদ] জাবির ইবনু সামুরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ ছিল সুযম। চোখের সাদা অংশ ছিল হালকা লালাভ। গোড়ালি ছিল স্বল্প মাংসল।

[ব্যাখ্যা] শুবা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি সিমাককে জিজ্ঞেস করলাম, 'দালিউল ফাম'

---

[১] *শারহু সহিহিল বুখারি*, ইবনু বাত্তাল, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৫৭; *ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩৫৯

[২] *আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া*, বাজুরি, পৃষ্ঠা : ৩৭

[৩] *তুহফাতুল আহওয়াযি*, আব্দুর রহমান মুবারকপুরি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৮১

অর্থ কী? তিনি বললেন, চেহারার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে মুখের আকার বড় হওয়া। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আশকালুল আইন' মানে কী? তিনি বললেন, পটোলচেরা চক্ষুবিশিষ্ট হওয়া। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মানহুসুল আকিব' অর্থ কী? তিনি বললেন, পায়ের গোড়ালি খানিকটা স্বল্প মাংসল বা শুকনো হওয়া।

'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ ছিল সুষম।'—বাংলায় আমরা এখানে সুষম শব্দটি ব্যবহার করলেও আরবিতে কিন্তু তা নেই। আরবিতে আছে দালিউল ফাম। অর্থ, মুখ বড় হওয়া। কারও কারও মতে, মুখগহ্বর গভীর আর দাঁতগুলো বড় বড় হওয়া। কিন্তু আমাদের দেশে কারও মুখ আর দাঁত নিছক বড় বা ছোট হলেই তাকে আদর্শ সুন্দর বলা হয় না। সৌন্দর্যের গোটা ব্যাপারটা নির্ভর করে মূলত চেহারার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি অঙ্গের সুষম গঠন, আকৃতি ও বিন্যাসের ওপর। তাই ইমাম নববি বলেছেন, সিমাক রাহিমাহুল্লাহ দালিউল ফামের যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটাই সঠিক। অধিকাংশ আলিমও তা-ই মনে করেন।[১]

'চোখের সাদা অংশ ছিল হালকা লালাভ।'—ইমাম নববি বলেন, সিমাক আশকালুল আইনের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা ভুল। কারণ আশকাল অর্থ এমন চোখ, যার সাদা অংশে খানিকটা লালিমা গোলানো; পটোলচেরা চোখ নয়।[২]

'গোড়ালি ছিল স্বল্প মাংসল।'—একেবারে শুকনো নয়; বরং সামনের অংশের চেয়ে কিছুটা পাতলা গড়নের। এটা মানুষের সৌন্দর্যের প্রতিনিধিত্ব করে। অধিকাংশ আলিম এমনটিই মনে করেন।[৩]

৭.

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيتُ رسولَ اللهِ في ليلةٍ إضْحِيانٍ ، وعليه حُلَّةٌ حمراءُ ، فجعلتُ أنظرُ إليه وإلى القمرِ ، فلهوَ عندي أحسنُ من القمرِ

[অনুবাদ] জাবির ইবনু সামুরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পূর্ণিমা রাতে আমি একবার আল্লাহর রাসুলকে দেখেছিলাম। তার গায়ে ছিল তখন লাল ডোরাকাটা চাদর ও লুঙ্গি। আমি একবার তার দিকে তাকাচ্ছিলাম; আরেকবার তাকাচ্ছিলাম চাঁদের দিকে।

---

[১] *আল-মিনহাজ শারহু সহিহি মুসলিম*, নববি, খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ৯৩

[২] *আল-মিনহাজ শারহু সহিহি মুসলিম*, নববি, খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ৯৩

[৩] *আল-মিনহাজ শারহু সহিহি মুসলিম*, নববি, খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ৯৩

আমার তখন মনে হচ্ছিল, চাঁদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি সুন্দর।[১]

[ব্যাখ্যা] 'পূর্ণিমা রাতে'—চাঁদনি রাত বোঝাতে আরবিতে এখানে 'ইদহিয়ান' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লামা যামাখশারি বলেন, ইদহিয়ান বলা হয় এমন রাতকে, যার সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত গোটা সময় থাকে স্নিগ্ধ ও আলো ঝলমল।[২]

'আমি একবার তার দিকে তাকাচ্ছিলাম; আরেকবার তাকাচ্ছিলাম চাঁদের দিকে।'—বোঝার জন্য, কে আসলে বেশি সুন্দর।

'আমার তখন মনে হচ্ছিল, চাঁদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি সুন্দর।'—রূপে ও গুণে।

৮.

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ : أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل السَّيْفِ ؟ قَالَ : لا ، بَلْ مثل الْقَمَرِ

[অনুবাদ] আবু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, এক লোক বারা ইবনু আযিব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা কি তরবারির মতো ছিল? তিনি বললেন, না; তার চেহারা ছিল চাঁদের মতন।[৩]

[ব্যাখ্যা] 'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা কি তরবারির মতো ছিল?'—লম্বায় অথবা ঔজ্জ্বল্যে।

'না; তার চেহারা ছিল চাঁদের মতন।'—তুলনার দুটো দিককেই তিনি নাকচ করে দিলেন। বললেন, না, আকার ও ঔজ্জ্বল্যে তার চেহারা ছিল চাঁদের মতন।[৪]

সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে—এক ব্যক্তি জাবির ইবনু সামুরা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহর রাসুলের চেহারা কি তরবারির মতো ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, না; তার চেহারা ছিল চাঁদ-সূর্যের মতো উজ্জ্বল ও গোলাকার।[৫]

---

[১] *সুনানুত তিরমিযি* : ২৮১১; *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ৭৩৮৩; বর্ণনাটির সনদ জইফ। বর্ণনাকারী আশআস ইবনু সাওয়ার একজন দুর্বল রাবি। অবশ্য ইমাম যাহাবি এটিকে সহিহ বলেছেন।

[২] *আল-ফায়িক ফি গরিবিল হাদিস*, যামাখশারি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০০

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৩৫৫২

[৪] *ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫৭৩

[৫] *সহিহ মুসলিম* : ২৩৪৪